FEB. 21 2002

ভোরের কাগজ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এখন কাগুজে প্রতিষ্ঠান

শামীমা বিনতে রহমান : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত ২১ ফেব্রুয়ারির চেতনা ধারণ করে ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের কৃতিত্ব নেওয়ার হুড়াহুড়ি এবং পরে বিএনপি-সরকারের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির যাঁতাকলে গত ২ বছরে ইনস্টিটিউটটির গৃহীত পদক্ষেপের একটিও বাস্তবায়িত হয়নি। দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষাসহ বিশ্বের লুপ্ত ও জীবিত বিভিন্ন মাতৃভাষার ওপর গবেষণা, প্রকাশনা, সংরক্ষণসহ নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা কোনোটিই এই দুই বছরে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট শেষ পর্যন্ত কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে যাচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করলে ২০০০ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প শুরু করে। অর্থ বরাদ্দ, ভবন নির্মাণের জায়গা বরাদ্দ এবং তাড়াহুড়া করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত এগুলোর কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি। অপরদিকে বিএনপি গত বছর অক্টোবরে ক্ষমতা গ্রহণের পর চলতি বছরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সামনে রেখে কিছু কার্যক্রম করলেও তা পূর্ববর্তী পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় নয়, বরঞ্চ এতে দলীয় রাজনীতিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

এ বিষয়ে ইনস্টিটিউট পরিচালক ড. আলতাফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ইনস্টিটিউট এখন থেকে পুরোদমে কাজ করবে। এরমধ্যে সেমিনারের আয়োজন ও ২ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে পুরস্কৃত করার কাজ হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইনস্টিটিউটে খোঁজখবর করে জানা গেছে, ইনস্টিটিউটের ভবন নির্মাণ এবং গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০০ সালের আগস্ট মাসে একনেকের বৈঠকে ১৯ কোটি ৫৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ভবন নির্মাণের জন্য সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমীর পাশে ৪ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কর্মসূচি হিসেবে- মাতৃভাষার কথা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিকথা, বিশ্ব ভাষা পরিস্থিতি ও মাতৃভাষা পরিচিতি এবং বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতি শীর্ষক গবেষণা ও প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়া বিশ্বের লুপ্ত এ জীবিত মাতৃভাষা গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য আর্কাইভ নির্মাণেরও পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এগুলো ২০০২ সালের জুলাই মাসে শেষ হওয়ার

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এখন কাগুজে প্রতিষ্ঠান

● প্রথম পাতার পর

কথা ছিল।

শিল্পকলা একাডেমীর পাশের যে জায়গাটিতে ইনস্টিটিউট নির্মাণের কথা সে জায়গা সরজমিন দেখা গেছে, টিন দিয়ে ঘেরা বিশাল খালি জায়গায় কেবল জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের নাম উল্লিখিত একটি ভিত্তিপ্রস্তর রয়েছে। নির্মাণের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিল্পকলা একাডেমীর পাশের এই জায়গাটিকে ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য নেওয়া হলেও জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেনি সে সময়কার আওয়ামী সরকার। ফলে নির্মাণ কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্র আরো জানায়, বিগত আওয়ামী সরকারের তাড়াহুড়োর কারণে গৃহীত গবেষণামূলক প্রকল্পগুলোর এমনকি সুনির্দিষ্ট কোনো টাকা বরাদ্দ করা হয়নি।

সূত্র জানায়, বিগত সরকার ভবন নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে উত্তরায় একটি ভাড়া বাসায় ইনস্টিটিউটের কাজ শুরু করে। কিন্তু গত বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে উত্তরার ভাড়া বাসা বাতিল করে ইনস্টিটিউশনের কার্যালয় শিক্ষা ভবনের ভেতরে মাত্র ৩টি কক্ষে নিয়ে আসে। সূত্র মতে, ইনস্টিটিউটটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভেতরেই আপাতত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে বর্তমান সরকারের। ভবন নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত আর্কাইভ করারও পরিকল্পনা নেই। তবে গবেষণা কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু কিভাবে কার তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে সে ব্যাপারে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

ইনস্টিটিউটের বর্তমান পরিস্থিতি ও কার্যক্রম বিষয়ে পরিচালক ড. আলতাফ হোসেনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি ভোরের কাগজকে বলেন, ২০০২ সালের জুলাই মাসের মধ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল সেগুলো ২০০৪-এর ডিসেম্বরের মধ্যে সমাপ্ত করা হবে। এর মধ্যে ভবন নির্মাণও রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যেহেতু ইনস্টিটিউটটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নয়, সুতরাং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।